ইসলামের দৃষ্টিতে

রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ

ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান

অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
১৪৫ গ্রীণ রোড়, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
(জি পি ও বক্স- ৪৫৪, ঢাকা-১০০০)
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৩২৯৫৩২
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৯১১৪৭১৬
E-mail : biit@citechco.net

বাংলায় প্রকাশকাল ঃ ২০০১ ইং ১৪২২ হিঃ
© বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ISBN 984-8203-27-8

মূদ্রণেঃ অ্যামেটকো ২০০০
১৮৬/১, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেইট
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
মোবাইল-০১৭৬৪৫৬১৯
ফোন-৯০০৭৩৭৩

মূল্য ঃ অফসেট ঃ ৬০ টাকা, সাদা ঃ ৪০ টাকা

This is a Bengali version of *Al-Unfwa-Idaratus Syrais-Siyasi Bainal Mabdaee wa-al-Khiar-Ruaitun Islamiyah* by Dr. AbdulHamid Ahmad AbuSulyaman, published by International Institute of Islamic Thought, USA. Translated into Bengali by Moulana Akram Farooq and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Dhaka.
The orginal paper (now the book) was published in Islamiyat Al Marifah a refereed Arabic Quarterly pbulished by IIIT in its 15th issue in 1999.

সূচীপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহিংসতা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
কোরান, হাদীস ও সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীযুগের ঘটনাবলীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যকতা ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে সহিংসতা বর্জন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বরং নীতিগত ব্যাপার। ৩৯

চতুর্থ অধ্যায়
সামজের প্রতি সদয় আচরণই সমাজের ন্যায়বিচার ও উদারতা প্রতিষ্ঠার উপায় ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়
শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহের ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে সহিংসতা ৫৩

সপ্তম অধ্যায়
শক্তি প্রয়োগ ও তাবেদার সরকার ৫৯

অষ্টম অধ্যায়
যুলুম প্রতিরোধ ও ত্বরিত পরিবর্তনপ্রিয়তার প্রতিকারের পনথা হিসাবে হিজরত বা অভিবাসন ৬৫

নবম অধ্যায়
সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘাত- ৭১

দশম অধ্যায়
ওহির বাণীকে ব্যাপকতর অর্থে অনুধাবন ও ইতিহাসকে ভালভাবে অধ্যয়ন করার মধ্যেই সমাধান নিহিত ৭৯

একাদশ অধ্যায়
সারসংক্ষেপ ৮৫

দ্বাদশ অধ্যায়
একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যা ৮৯

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহিংসতা

খেলাফতে রাশেদার পতন, হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও মুহাম্মাদ বিন নাফসি যাকিয়ার বিদ্রোহ, উমাইয়া সাম্রাজ্য ও উমাইয়ার অভিন্ন চরিত্রধারী আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সহ এক শতাব্দিব্যাপী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের পর মদিনার চিন্তাধারার ধারকগণ (১) এই মর্মে ফতোয়া ঘোষণা করেন যে, সমাজে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং শাসক যদি অত্যাচারী হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।

মাদানী চিন্তাধারার ধারকগণের এই নীতির অর্থ এ নয় যে, তারা যুলুম-অত্যাচারকে ভালোবাসেন কিংবা তার প্রতি উদাসীন। আসলে এটা ছিল স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংস্কারমূলক বিপ্লবগুলোর ব্যর্থতার স্বাভাবিক ফল। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এই সব বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ দ্বারা কোন চূড়ান্ত ফলাফল অর্জিত হয়নি এবং বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সূচিত হয়নি। রক্তপাত ছাড়া এগুলো দ্বারা আর কিছুই লাভ হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই মাদানী চিন্তাধারার ধারক ইসলামপন্থীগণ স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও প্রত্যাখানের নীতি বর্জন করতঃ রক্তপাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধিতা করা, সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে নিভৃত জীবন যাপন করা, এবং ক্ষমতাসীনদের অধীনেই শরীয়তের মূলনীতি সমূহ ও ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক ধারাগুলোর মধ্য থেকে যতগুলোকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, সংরক্ষণ করা কর্তব্য। এ কারণেই মাদানী চিন্তাধারার ধারকগণ, যাদেরকে প্রচলিত পরিভাষায় "ওলামা" বলা হয় এবং যারা মুসলিম উম্মাহর

'মদিনার চিন্তাধারা ও ইসলামপন্থী" এই দুটো পরিভাষা দ্বারা রসূল (স) এর সুন্না ও খেলাফাতে রাশেদার অনুসারী ইসলামী চিন্তাধারাকে বুঝানো হয় যা বর্ণীয়, বংশীয়, গোত্রীয় ও স্বৈরতান্ত্রিক ভাবধারাকে প্রত্যাখান করে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতআলোচনার জন্য লেখকের "আযমাতুল আকলিল মুসলিম" (মুসলিম বিবেকের উভয় সংকট) নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।